OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 453 - 458
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 453 - 458
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

দৃশ্যমান অথচ অদৃশ্য : উত্তরবঙ্গের ডিজিটাল অর্থনীতিতে লোকনৃত্য শিল্পীদের মনস্তাত্ত্বিক অভিযোজন

ড. অমৃতা সেনগুপ্ত দত্ত
অতিথি শিক্ষক, নৃত্য বিভাগ, চারুকলা অনুষদ
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
Email ID: dramritasenguptadutta@gmail.com
0009-0001-9760-530X

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
লোকনৃত্য, উত্তরবঙ্গ, ডিজিটাল অর্থনীতি, দৃশ্যমানতা, মনস্তাত্ত্বিক অভিযোজন, সাংস্কৃতিক স্মৃতি, আত্মপরিচয়, প্রামাণিকতা, ডিজিটাল পরিবেশনা, লোকশিল্পী।

Abstract

একবিংশ শতকের ডিজিটাল পরিসর লোকনৃত্যের পরিবেশন, প্রচার, গ্রহণ এবং অর্থনৈতিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। উত্তরবঙ্গের লোকনৃত্য, যা দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় উৎসব, সামাজিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় আচার, ঋতুভিত্তিক উদ্‌যাপন এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সাংস্কৃতিক পরিসরের সঙ্গে যুক্ত ছিল, বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ভিডিওভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম এবং বিভিন্ন ডিজিটাল সাংস্কৃতিক মঞ্চের মাধ্যমে বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পাচ্ছে। ফলে লোকনৃত্য শিল্পীর উপস্থিতি আগের তুলনায় অনেক বেশি দৃশ্যমান হয়েছে। কিন্তু এই দৃশ্যমানতার সঙ্গে শিল্পীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, মানসিক স্বস্তি অথবা সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি সবসময় সমানভাবে বৃদ্ধি পায় না। বরং ডিজিটাল পরিসর শিল্পীর সামনে একদিকে যেমন নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে, অন্যদিকে তেমনই সৃষ্টি করে নতুন ধরনের প্রত্যাশা, প্রতিযোগিতা, আত্মপ্রদর্শনের চাপ, অনিশ্চয়তা এবং প্রামাণিকতা নিয়ে সংশয়।

লোকনৃত্যের মূল শক্তি তার দেহভিত্তিক জ্ঞান, সমষ্টিগত স্মৃতি এবং সামাজিক অংশগ্রহণে নিহিত। কিন্তু ডিজিটাল মাধ্যমে একটি নৃত্য যখন সংক্ষিপ্ত দৃশ্য, নির্বাচিত মুহূর্ত অথবা সম্পাদিত চিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়, তখন তার সঙ্গে যুক্ত দীর্ঘ অনুশীলন, সামাজিক সম্পর্ক, প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত জ্ঞান এবং শিল্পীর ব্যক্তিগত শ্রম অনেক সময় আড়ালে থেকে যায়। ফলে শিল্পী একই সঙ্গে 'দৃশ্যমান' এবং 'অদৃশ্য' হয়ে ওঠেন। তাঁর নৃত্য দেখা যায়, কিন্তু নৃত্যের পেছনের শ্রম সবসময় দেখা যায় না; তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় প্রচারিত হয়, কিন্তু তাঁর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের গভীরতা অনেক সময় সংকুচিত হয়ে একটি দৃশ্যমান উপস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তনের ফলে শিল্পীর আত্মপরিচয়, আত্মমূল্যায়ন, দর্শক-চেতনা, প্রামাণিকতা সম্পর্কে ধারণা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রত্যাশার মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। ডিজিটাল অর্থনীতিতে 'দৃশ্যমানতা' ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক পুঁজি এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত হলেও তা স্থায়ী জীবিকার নিশ্চয়তা দেয় না। তাই উত্তরবঙ্গের লোকনৃত্য শিল্পীর মনস্তাত্ত্বিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 453 - 458
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অভিযোজনকে কেবল প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়; বরং এটি ঐতিহ্য, বাজার, আত্মপরিচয়, সামাজিক স্বীকৃতি, শিল্পমূল্য এবং ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পারস্পরিক সম্পর্কের একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই আলোচনায় সেই পরিবর্তনশীল সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের লোকনৃত্য শিল্পীর নতুন সাংস্কৃতিক অবস্থানকে অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

Discussion

দৃশ্যমান অথচ অদৃশ্য : লোকনৃত্য শিল্পীর পরিচয় ঐতিহ্যগতভাবে তাঁর পরিবেশনা, সম্প্রদায় এবং সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। গ্রামের মেলা, পারিবারিক অনুষ্ঠান, উৎসব, ধর্মীয় আচার কিংবা স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একজন শিল্পী যখন নৃত্য পরিবেশন করেন, তখন তাঁর শিল্পের মূল্যায়ন ঘটে একটি প্রত্যক্ষ সামাজিক পরিসরের মধ্যে। দর্শকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয় মুখোমুখি এবং পারস্পরিক। কিন্তু ডিজিটাল পরিসরে সেই সম্পর্কের প্রকৃতি বদলে যায়। শিল্পীর নৃত্য একটি পর্দায় উপস্থিত হয় এবং দর্শক একই সময়ে বা পরবর্তী সময়ে সেটি দেখেন। ফলে শিল্পীর শরীর এবং দর্শকের উপস্থিতির মধ্যবর্তী দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। এই দূরত্ব শিল্পীকে বৃহত্তর দৃশ্যমানতা প্রদান করলেও তাঁর শিল্পের সামাজিক প্রেক্ষিতকে সংকুচিত করতে পারে। একটি নৃত্যের কয়েক মিনিটের দৃশ্য যখন হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, তখন নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত দীর্ঘ প্রস্তুতি, অনুশীলন, পারিবারিক সহায়তা, গুরু-শিষ্য সম্পর্ক এবং সামাজিক স্মৃতি সেই দৃশ্যের বাইরে থেকে যায়। এই অর্থে ডিজিটাল যুগে লোকনৃত্য শিল্পী একই সঙ্গে অত্যন্ত দৃশ্যমান এবং গভীরভাবে অদৃশ্য শ্রমের ধারক।

লোকনৃত্য : শরীরের মধ্যে সংরক্ষিত স্মৃতি : লোকনৃত্যকে কেবল বিনোদনের একটি রূপ হিসেবে দেখলে তার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায় না। লোকনৃত্যের মধ্যে একটি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, বিশ্বাস, শ্রম, উৎসব, সম্পর্ক, আবেগ এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বহু স্তর দেহের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে। এখানে জ্ঞান কেবল লিখিত গ্রন্থে থাকে না; অঙ্গভঙ্গি, পদক্ষেপ, ছন্দ, গানের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক, দলগত বিন্যাস এবং পরিবেশনার সামাজিক নিয়মের মধ্যেও তা বহমান থাকে। এই দৃষ্টিতে লোকনৃত্য একটি জীবন্ত স্মৃতিরূপ। সাংস্কৃতিক স্মৃতি সম্পর্কে ইয়ান আসম্যানের আলোচনায় স্মৃতি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে প্রতীয়মান হয় (Assmann, 2011)। লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে এই স্মৃতি দেহে, পরিবেশনে এবং সমষ্টিগত অংশগ্রহণে পুনর্নির্মিত হয়। ডিজিটাল মাধ্যমে যখন এই নৃত্য ধারণ করা হয়, তখন একদিকে তা সংরক্ষণের নতুন সুযোগ পায়, অন্যদিকে নৃত্যের জীবন্ত ও পরিবর্তনশীল চরিত্র একটি স্থির দৃশ্যরূপে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি করে।

স্থানীয় উঠোন থেকে ডিজিটাল পর্দা : উত্তরবঙ্গের লোকনৃত্যের বহু রূপের সামাজিক অস্তিত্ব স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিসরের সঙ্গে যুক্ত। নৃত্যের স্থান, দর্শক, সময় এবং উপলক্ষ পরিবেশনার অর্থ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসারের ফলে সেই নৃত্য স্থানীয় পরিসর অতিক্রম করে বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারে। একটি গ্রামের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত নৃত্য পরবর্তীকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে অন্য জেলা, অন্য রাজ্য এমনকি দেশের বাইরের দর্শকের কাছেও পৌঁছতে পারে। এই পরিবর্তন শিল্পীর জন্য নতুন পরিচিতি ও কাজের সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে স্থানীয় দর্শকের পরিবর্তে অচেনা দর্শকের সামনে পরিবেশনের মানসিকতা শিল্পীর মধ্যে নতুন ধরনের সচেতনতা তৈরি করে। ক্যামেরা, আলো, পোশাক, মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যের দৈর্ঘ্য এবং দর্শকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁকে নতুন করে ভাবতে হয়। ফলে লোকনৃত্যের পরিবেশনা আর কেবল ‘নাচ’ থাকে না; তা ধীরে ধীরে একটি ‘ডিজিটাল উপস্থাপনা’ হয়ে ওঠে।

দৃশ্যমানতা এবং অদৃশ্য শ্রম : ডিজিটাল মাধ্যমে একটি লোকনৃত্যের চূড়ান্ত দৃশ্য সাধারণত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয়। কিন্তু সেই দৃশ্যের পেছনে থাকে দীর্ঘ অনুশীলন, শরীরচর্চা, পোশাক প্রস্তুতি, যাতায়াত, দলগত সমন্বয়, গানের অনুশীলন এবং পরিবেশনার প্রস্তুতি। ডিজিটাল অর্থনীতি সাধারণত চূড়ান্ত দৃশ্যমান ফলকে বেশি গুরুত্ব দেয়; শ্রমের পুরো প্রক্রিয়াকে নয়। ফলে শিল্পীর শ্রমের একটি বড় অংশ অদৃশ্য থেকে যায়। একজন শিল্পী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 453 - 458
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উঠলেও সেই জনপ্রিয়তা সবসময় তাঁর আয় বা সামাজিক নিরাপত্তায় রূপান্তরিত হয় না। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরি হয়—দৃশ্যমানতা মানেই জনপ্রিয়তা নয়, জনপ্রিয়তা মানেই আয় নয়, আয় মানেই নিয়মিত জীবিকা নয় এবং নিয়মিত জীবিকা মানেই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নয়। এই ব্যবধানই শিল্পীর মানসিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। প্রত্যাশা যখন দৃশ্যমানতার সঙ্গে দ্রুত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বাস্তব সুযোগ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না, তখন হতাশা ও অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।

জনপ্রিয়তা : শিল্পমূল্য নাকি সংখ্যার খেলা? : ডিজিটাল পরিসরে একটি পরিবেশনার গ্রহণযোগ্যতা অনেক সময় দর্শকের সংখ্যা, প্রতিক্রিয়া, ভাগ করে নেওয়ার হার এবং অনুসারীর সংখ্যার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়। ফলে শিল্পীর নিজের কাছেও প্রশ্ন তৈরি হতে পারে— কোন পরিবেশনা সত্যিই শিল্পমূল্য বহন করে এবং কোনটি কেবল দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে? সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যুক্তি অনেক সময় দ্রুত, সংক্ষিপ্ত এবং আকর্ষণীয় বিষয়কে সামনে নিয়ে আসে। অথচ লোকনৃত্যের গভীরতা সবসময় দ্রুততার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একটি নৃত্যের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বোঝার জন্য তার ইতিহাস, সামাজিক ব্যবহার, সঙ্গীত, ভাষা এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক জানা প্রয়োজন হতে পারে। সংখ্যাভিত্তিক জনপ্রিয়তা তাই শিল্পীর আত্মমূল্যায়নের মানদণ্ডকে পরিবর্তিত করতে পারে। এই পরিবর্তন শিল্পীর মধ্যে কখনও আত্মবিশ্বাস তৈরি করে, আবার কখনও সংখ্যার সঙ্গে নিজের শিল্পমূল্যকে তুলনা করার মানসিক চাপও সৃষ্টি করে।

দর্শক যখন অদৃশ্য : প্রত্যক্ষ মঞ্চে শিল্পী দর্শকের চোখ, মুখের অভিব্যক্তি, হাততালি এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারেন। ডিজিটাল মাধ্যমে দর্শক অনেক সময় অদৃশ্য। শিল্পী জানেন না কে তাঁর নৃত্য দেখছেন, কীভাবে দেখছেন এবং কোন অর্থে গ্রহণ করছেন। এর ফলে শিল্পীর পরিবেশনা সম্পর্কে আত্মসচেতনতা বাড়তে পারে। একই নৃত্য স্থানীয় দর্শকের সামনে একভাবে এবং বৃহত্তর অচেনা দর্শকের জন্য অন্যভাবে প্রস্তুত করার প্রবণতা তৈরি হতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আত্ম-উপস্থাপনা নিয়ে এরভিং গফম্যানের ধারণা এবং পরবর্তী ডিজিটাল আলোচনাগুলো দেখায় যে ব্যক্তি সামাজিক পরিসরে নিজেকে নির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করেন এবং ডিজিটাল পরিবেশ সেই উপস্থাপনার নতুন ক্ষেত্র তৈরি করেছে (Goffman, 1959; Hogan, 2010)। লোকনৃত্য শিল্পীর ক্ষেত্রেও নৃত্য তখন কেবল শিল্প নয়, আত্মপরিচয় উপস্থাপনের একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে।

আত্মপরিচয়ের পরিবর্তন : লোকনৃত্য শিল্পীর আত্মপরিচয় সাধারণত ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়— এই দুই স্তরের মধ্যে গড়ে ওঠে। তিনি একই সঙ্গে একজন ব্যক্তি শিল্পী এবং একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধি। ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যক্তিগত পরিচয় যখন সামনে আসে, তখন এই সমষ্টিগত পরিচয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সম্পর্ক নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়। আগে হয়তো শিল্পীর পরিচয় ছিল একটি নির্দিষ্ট দল, পরিবার বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত; এখন তাঁর নিজস্ব নাম, ছবি, ভিডিও এবং অনুসারীর সংখ্যা তাঁর পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ যেমন ঘটে, তেমনই সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। এই দ্বৈততা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ লোকশিল্পের শক্তি অনেকাংশে তার সমষ্টিগত চরিত্রে নিহিত।

প্রামাণিকতার নতুন প্রশ্ন : ডিজিটাল পরিবেশনা লোকনৃত্যের প্রামাণিকতা সম্পর্কে নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছে। কোন নৃত্যকে ঐতিহ্যবাহী বলা হবে, কতটা পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য হবে এবং নতুন দর্শকের জন্য নৃত্যে পরিবর্তন আনা হলে তার সাংস্কৃতিক পরিচয় কতটা অক্ষুণ্ণ থাকবে— এই প্রশ্নগুলোর সহজ উত্তর নেই। পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যের ডিজিটাল রূপান্তর নিয়ে মহতা ও দোরেস্বামীর আলোচনায় দেখা যায় যে ডিজিটাল পরিসর ঐতিহ্যগত পরিচয় ও প্রামাণিকতার ধারণাকে নতুনভাবে ভাবার সুযোগ তৈরি করেছে, আবার ঐতিহ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এর ফলে নৃত্যের আচারগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিতে পারে (Mahata & Doreswamy, 2024, pp. 115–132)। উত্তরবঙ্গের লোকনৃত্যের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে— দর্শকের আকর্ষণের জন্য পরিবর্তিত পরিবেশনা কি ঐতিহ্যের বিকৃতি, নাকি ঐতিহ্যের স্বাভাবিক অভিযোজন? এই প্রশ্নের উত্তর স্থির নয়; বরং ঐতিহ্যের জীবন্ত চরিত্রকে সামনে রেখেই তা বিচার করা প্রয়োজন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 453 - 458
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঐতিহ্য কি পরিবর্তনশীল? : ঐতিহ্যকে যদি একটি স্থির ও অপরিবর্তনীয় বস্তু হিসেবে দেখা হয়, তাহলে ডিজিটাল পরিবর্তনকে সহজেই সংকট হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু লোকসংস্কৃতির ইতিহাস দেখায় যে জীবন্ত ঐতিহ্য সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তন মানেই বিলুপ্তি নয়। বরং কখনও কখনও পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই একটি সাংস্কৃতিক রূপ নতুন প্রজন্মের কাছে টিকে থাকে। রিচার্ড শেকনারের পরিবেশন-অধ্যয়নের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশনাকে একটি গতিশীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া হিসেবে বোঝার সুযোগ দেয় (Schechner, 2006)। সেই অর্থে ডিজিটাল মাধ্যমকে কেবল ঐতিহ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে না দেখে ঐতিহ্যের নতুন পরিবেশ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিল্পীর সাংস্কৃতিক অধিকার, শিল্পমূল্য এবং সম্প্রদায়ের স্মৃতিকে উপেক্ষা করা চলবে না।

দেহ থেকে পর্দা : লোকনৃত্যের মূল মাধ্যম হল মানবদেহ। কিন্তু ডিজিটাল পরিবেশে সেই দেহ ক্যামেরার দৃষ্টির মাধ্যমে পুনর্গঠিত হয়। বাস্তব মঞ্চে দর্শক যে সম্পূর্ণ শরীর, স্থান এবং দলগত বিন্যাস একসঙ্গে দেখতে পান, ক্যামেরা তার একটি নির্বাচিত অংশ সামনে নিয়ে আসতে পারে। ক্যামেরার কোণ, সম্পাদনা, দৃশ্যের দৈর্ঘ্য এবং শব্দের ব্যবহার নৃত্যের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রভাবিত করে। ফলে শিল্পীকে নিজের শরীরকে শুধু মঞ্চের জন্য নয়, ক্যামেরার জন্যও প্রস্তুত করতে হয়। এটি একটি নতুন ধরনের দেহ-সচেতনতা তৈরি করে। শিল্পীর কাছে তখন প্রশ্ন হয়ে ওঠে— কোন অঙ্গভঙ্গি পর্দায় বেশি স্পষ্ট, কোন ভঙ্গি ক্যামেরায় ভালো দেখায় এবং কোন মুহূর্ত দর্শককে ধরে রাখতে পারে। এই পরিবর্তন নৃত্যের নন্দনতত্ত্বকেও প্রভাবিত করতে পারে।

মনস্তাত্ত্বিক অভিযোজন : ডিজিটাল যুগে লোকনৃত্য শিল্পীর মনস্তাত্ত্বিক অভিযোজন একটি চলমান প্রক্রিয়া। নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের সঙ্গে তাঁকে একই সঙ্গে নতুন দর্শক, নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং নতুন অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। কখনও প্রযুক্তি তাঁকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয়; কখনও আবার প্রযুক্তির নিয়ম তাঁর ওপর নতুন চাপ সৃষ্টি করে। নিজের পরিবেশনা নিয়মিত প্রকাশ করা, দর্শকের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা, অন্য শিল্পীর জনপ্রিয়তার সঙ্গে নিজের অবস্থান তুলনা করা এবং কাজ পাওয়ার জন্য দৃশ্যমান থাকার প্রয়োজনীয়তা শিল্পীর মানসিক অভ্যাসে পরিবর্তন আনতে পারে। ফলে অভিযোজন কেবল প্রযুক্তিগত নয়; এটি আবেগগত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকও।

শিল্পীর আত্মবিশ্বাস ও উদ্বেগ : ডিজিটাল মাধ্যমে স্বীকৃতি পাওয়া একজন শিল্পীর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে। দূরের দর্শকের প্রশংসা, নতুন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ কিংবা নিজের পরিবেশনা বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে পড়া তাঁকে নিজের শিল্পক্ষমতা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা দিতে পারে। কিন্তু এর বিপরীত দিকও রয়েছে। প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া না পাওয়া, নেতিবাচক মন্তব্য, অন্য শিল্পীর অধিক জনপ্রিয়তা অথবা নিয়মিত নতুন বিষয় প্রকাশ করার চাপ শিল্পীর মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করতে পারে। ফলে ডিজিটাল দৃশ্যমানতা একই সঙ্গে আত্মবিশ্বাস এবং অনিশ্চয়তার উৎস হতে পারে। ভারতের স্বাধীন ও ছোট পরিসরের শিল্পীদের ডিজিটাল পরিবেশ নিয়ে আলোচনায় সামাজিক ও বাণিজ্যিক পুঁজির সম্ভাবনার পাশাপাশি অনিশ্চয়তা, শোষণ, অনলাইন হয়রানি এবং প্রতিযোগিতার সমস্যার কথাও উঠে এসেছে (Pathak-Shelat, 2023, pp. 272–284)। লোকনৃত্য শিল্পীর ক্ষেত্রেও এই বৃহত্তর ডিজিটাল বাস্তবতা প্রাসঙ্গিক।

অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও অনিশ্চয়তা : ডিজিটাল অর্থনীতি লোকনৃত্য শিল্পীর জন্য নতুন আয়ের পথ তৈরি করতে পারে। অনলাইন অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রচার, প্রশিক্ষণ, অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে শিল্পী নতুন কাজের সুযোগ পেতে পারেন। কিন্তু এই সুযোগের সঙ্গে স্থায়িত্বের প্রশ্নও যুক্ত। একটি ভিডিও জনপ্রিয় হওয়া এবং নিয়মিত আয় তৈরি হওয়া এক বিষয় নয়। অনেক ক্ষেত্রে শিল্পীর শ্রমের আর্থিক মূল্য নির্ধারণের স্পষ্ট কাঠামো থাকে না। ফলে দৃশ্যমানতা একটি সম্ভাবনা তৈরি করলেও তা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় না। এই অনিশ্চয়তা শিল্পীর পেশাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দ্বিধা তৈরি করতে পারে এবং কখনও তাঁকে অন্য পেশার সঙ্গে শিল্পচর্চা সমন্বয় করতে বাধ্য করতে পারে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 453 - 458
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নারী শিল্পী এবং দৃশ্যমানতার দ্বন্দ্ব : লোকনৃত্যের ডিজিটাল উপস্থিতিতে নারী শিল্পীদের অবস্থান একটি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। একদিকে ডিজিটাল মাধ্যম তাঁদের প্রতিভা প্রকাশ এবং বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ দিতে পারে; অন্যদিকে তাঁদের পোশাক, শরীর, উপস্থাপনা এবং ব্যক্তিগত পরিচয় নিয়ে অপ্রত্যাশিত মন্তব্য বা সামাজিক নজরদারির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। ফলে দৃশ্যমানতা তাঁদের কাছে কেবল পেশাগত সুযোগ নয়, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নও হয়ে উঠতে পারে। এই পরিস্থিতিতে নারী শিল্পীর আত্মপ্রকাশ অনেক সময় সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক প্রত্যাশার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার একটি জটিল প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। তাই ডিজিটাল পরিসরে নারী লোকনৃত্য শিল্পীর অংশগ্রহণকে কেবল সংখ্যাগত উপস্থিতি দিয়ে বিচার না করে তাঁর অভিজ্ঞতা, নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতার দিক থেকেও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সমষ্টিগত স্মৃতি থেকে ব্যক্তিগত প্রচার : লোকনৃত্য ঐতিহাসিকভাবে একটি সমষ্টিগত শিল্প। একটি নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে বহু মানুষের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা এবং অংশগ্রহণ। ডিজিটাল মাধ্যমে সেই সমষ্টিগত শিল্পের প্রচারে ব্যক্তির মুখ ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শিল্পীর নিজের নাম, ছবি এবং ব্যক্তিগত পরিচিতি প্রচারের কেন্দ্রে আসে। এর ফলে ব্যক্তিগত শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু একই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে— একটি সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কৃতিত্ব কি একজন ব্যক্তির পরিচয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে? সাংস্কৃতিক স্মৃতির এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক পুনর্গঠনকে তাই সতর্কতার সঙ্গে দেখা দরকার। শিল্পীর ব্যক্তিগত সাফল্য এবং সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অধিকার— দুটিকে পাশাপাশি রাখা জরুরি।

সংরক্ষণ না বাণিজ্যিকীকরণ? : ডিজিটাল নথিভুক্তকরণ লোকনৃত্যের সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। হারিয়ে যেতে বসা নৃত্যরীতি, গান, পোশাক, পরিবেশনার ধরন এবং শিল্পীদের স্মৃতি ভিডিও বা অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষিত হতে পারে। কিন্তু সংরক্ষণ এবং বাণিজ্যিকীকরণ এক জিনিস নয়। যখন ঐতিহ্যকে কেবল দর্শক আকর্ষণ বা বাজার তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত দুর্বল হতে পারে। ইউনেস্কোর ২০০৩ সালের অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত সনদে জীবন্ত ঐতিহ্যের ধারক সম্প্রদায়ের ভূমিকা এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে (UNESCO, 2003)। তাই ডিজিটাল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শিল্পী ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, সম্মতি এবং সাংস্কৃতিক অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

ডিজিটাল যুগে লোকশিল্পীর নতুন পরিচয় : ডিজিটাল পরিবেশ লোকনৃত্য শিল্পীর পরিচয়কে একাধিক স্তরে পুনর্গঠন করছে। তিনি একই সঙ্গে নৃত্যশিল্পী, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি, বিষয়বস্তু নির্মাতা এবং কখনও নিজের শিল্পের প্রচারক হয়ে উঠছেন। আগে যেখানে শিল্পীর প্রধান কাজ ছিল পরিবেশনা, সেখানে বর্তমানে পরিবেশনার ছবি বা ভিডিও তৈরি, প্রকাশ এবং দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগও তাঁর পেশাগত জীবনের অংশ হয়ে উঠতে পারে। ফলে শিল্পীকে নতুন কিছু দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এই বহুমুখী পরিচয় তাঁকে স্বাধীনতা দিলেও অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝাও তৈরি করতে পারে। শিল্পী তখন নিজের শিল্পের পাশাপাশি নিজের 'দৃশ্যমান পরিচয়'ও পরিচালনা করেন।

উত্তরবঙ্গের লোকনৃত্যের ভবিষ্যৎ : উত্তরবঙ্গের লোকনৃত্যের ভবিষ্যৎ কেবল ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের প্রশ্ন নয়; বরং ঐতিহ্য ও প্রযুক্তির মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রজন্ম যদি ডিজিটাল মাধ্যমে লোকনৃত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়, তবে প্রযুক্তি ঐতিহ্যের বিস্তারের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই বিস্তারের সঙ্গে যদি ঐতিহ্যের সামাজিক ইতিহাস, শিল্পীর শ্রম এবং সম্প্রদায়ের ভূমিকা উপেক্ষিত হয়, তাহলে নৃত্য একটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যমান পণ্যে পরিণত হতে পারে। তাই ভবিষ্যতের লোকনৃত্যচর্চায় নথিভুক্তকরণ, প্রশিক্ষণ, পরিবেশনা এবং ডিজিটাল প্রচারের মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করা জরুরি। ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ তাকে অপরিবর্তিত রাখা নয়; বরং পরিবর্তনের মধ্যেও তার সাংস্কৃতিক অর্থকে জীবন্ত রাখা।

দৃশ্যমানতার নতুন নৈতিকতা : ডিজিটাল যুগে লোকনৃত্য শিল্পীর জন্য দৃশ্যমানতা একটি মূল্যবান সাংস্কৃতিক সম্পদ। কিন্তু সেই দৃশ্যমানতার একটি নৈতিক কাঠামোও প্রয়োজন। শিল্পীর পরিবেশনা ব্যবহারের আগে অনুমতি, শিল্পীর নাম ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 453 - 458
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পরিচয়ের যথাযথ উল্লেখ, নৃত্যের সাংস্কৃতিক উৎসের স্বীকৃতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিল্পীর অধিকার নিশ্চিত করা জরুরি। একইভাবে দর্শকের সংখ্যাকে শিল্পমূল্যের একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার না করাও গুরুত্বপূর্ণ। দৃশ্যমানতার নৈতিকতা বলতে তাই এমন একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশ বোঝায় যেখানে শিল্পীকে কেবল দেখানো হয় না, তাঁর শ্রমকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়; তাঁর নৃত্যকে কেবল ব্যবহার করা হয় না, তার সাংস্কৃতিক উৎসকেও সম্মান করা হয়।

একটি নতুন ধারণাগত সম্পর্ক : উত্তরবঙ্গের লোকনৃত্য শিল্পীর বর্তমান অবস্থানকে একটি ধারাবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে বোঝা যায়— ঐতিহ্য থেকে দেহভিত্তিক শিক্ষা, দেহভিত্তিক শিক্ষা থেকে সমষ্টিগত পরিবেশনা, সমষ্টিগত পরিবেশনা থেকে ডিজিটাল নথিভুক্তকরণ, ডিজিটাল নথিভুক্তকরণ থেকে নতুন দর্শক, নতুন দর্শক থেকে নতুন দৃশ্যমানতা, দৃশ্যমানতা থেকে নতুন প্রত্যাশা, প্রত্যাশা থেকে মানসিক অভিযোজন, মানসিক অভিযোজন থেকে পরিবেশনার পরিবর্তন এবং শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে পরিচয়ের পুনর্নির্মাণ। এই প্রক্রিয়াকে সরলরৈখিক পরিবর্তন হিসেবে দেখা উচিত নয়; বরং এটি একটি চলমান চক্র। শিল্পী একই সঙ্গে ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করেন, বর্তমানের সঙ্গে মানিয়ে নেন এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন সাংস্কৃতিক রূপ নির্মাণ করেন। এই কারণেই ডিজিটাল পরিবর্তনকে কেবল প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হিসেবে না দেখে সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর হিসেবেও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

উত্তরবঙ্গের লোকনৃত্য শিল্পীর ডিজিটাল অভিযোজন একটি বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। ডিজিটাল মাধ্যম তাঁর সামনে নতুন দর্শক, নতুন যোগাযোগ এবং নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দরজা খুলেছে; একই সঙ্গে তৈরি করেছে দৃশ্যমানতার চাপ, আত্মপ্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা, প্রামাণিকতা নিয়ে প্রশ্ন এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। এই পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিল্পীর অবস্থানের পরিবর্তন। তিনি আর কেবল একটি স্থানীয় মঞ্চের পরিবেশক নন; তিনি এখন একটি বৃহত্তর ডিজিটাল সাংস্কৃতিক পরিসরের অংশ। কিন্তু এই বৃহত্তর দৃশ্যমানতার মধ্যেও তাঁর শ্রম, স্মৃতি, সামাজিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার অনেক সময় অদৃশ্য থেকে যায়। তাই উত্তরবঙ্গের লোকনৃত্যের ডিজিটাল ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শুধু নৃত্যের দৃশ্যমানতা নয়, শিল্পীর জীবন ও মানসিক অভিজ্ঞতাকেও কেন্দ্রে আনতে হবে। লোকনৃত্য সংরক্ষণ মানে কেবল একটি নৃত্যের ভিডিও সংরক্ষণ নয়; এর সঙ্গে যুক্ত শিল্পী, সম্প্রদায়, স্মৃতি, শরীর, শ্রম এবং সাংস্কৃতিক মর্যাদাকেও সংরক্ষণ করা। ডিজিটাল অর্থনীতি যদি শিল্পীকে বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছে দেয়, তবে সেই দৃশ্যমানতাকে ন্যায্য অর্থনৈতিক স্বীকৃতি ও সাংস্কৃতিক মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে ঐতিহ্যকে স্থির বস্তু হিসেবে নয়, পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকা একটি জীবন্ত সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা দরকার। এই দৃষ্টিভঙ্গিই উত্তরবঙ্গের লোকনৃত্য শিল্পীর ভবিষ্যৎ অভিযোজনকে আরও মানবিক, টেকসই এবং সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল করে তুলতে পারে। শেষ পর্যন্ত বলা যায়, ডিজিটাল যুগে লোকনৃত্য শিল্পীর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়তো ‘কতজন তাঁকে দেখছে’ নয়; বরং ‘তাঁকে কীভাবে দেখা হচ্ছে’। কারণ একটি শিল্পীর নৃত্য দৃশ্যমান হওয়া সহজ, কিন্তু সেই নৃত্যের পেছনে থাকা মানুষটির শ্রম, স্মৃতি, পরিচয় ও মর্যাদাকে দৃশ্যমান করে তোলাই প্রকৃত সাংস্কৃতিক দায়িত্ব।

Bibliography:

Assmann, J. (2011). Cultural memory and early civilization: Writing, remembrance, and political imagination. Cambridge University Press.
Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Anchor Books.
Hogan, B. (2010). The presentation of self in the age of social media: Distinguishing performances and exhibitions online. Bulletin of Science, Technology & Society, 30(6), 377–386
Mahata, R., & Doreswamy. (2024). The digital turn in Chhau dance of Purulia: Reconfiguring authenticity in a post-pandemic.